এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ১২, সাপ্তাহিক ২১ জুন ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 21 June. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 12, Rs. 2

# বর্ষার আগে বাঁধ ঘিরে উদ্বেগ,জোড়াপানি নদীর ধারে বিরোধী দল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মৌসুমি বৃষ্টি আসতে আর বেশি দেরি নেই।তার আগেই শিলিগুড়ি ঘোঘোমালিতে জোড়াপানি নদীর পাড়ে অসমাপ্ত ও নিম্নমানের বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে বাড়ছে উদ্বেগ।

এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলেন পুরসভার বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন।বর্ষা শুরুর প্রাক্কালে শিলিগুড়ি পুরসভার ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোঘোমালি নেতাজি কলোনি এলাকায় জোড়াপানি নদীর একটি অংশে নির্মীয়মাণ বাঁধকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নদীর ধারে যে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে তা একদিকে যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনই নির্মাণের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ফলে বর্ষাকালে বড় ধরনের সমস্যার আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বুধবার এলাকাটি পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ি পুরসভার বিজেপি পরিচালিত বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। জোড়াপানি নদী সংলগ্ন এলাকা ঘুরে দেখে তিনি জানান, বর্ষার সময় নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেলে অসমাপ্ত ও নিম্নমানের বাঁধের কারণে জল উপচে আশপাশের বসত এলাকায় ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে বহু পরিবারের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অমিত জৈন আরও বলেন, নদী সংলগ্ন এলাকায় পর্যাপ্ত সুরক্ষা না থাকলে নদী থেকে বিভিন্ন পোকামাকড় ও ক্ষতিকর জীবজন্তুও লোকালয়ে প্রবেশ করতে পারে, যা বাসিন্দাদের জন্য নতুন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে পুরসভার কাছে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি জানাবেন।

# বুদ্ধভারতী স্কুল মাঠে গড়ে উঠবে উদ্যান, বৃক্ষরোপণ ও সমাজসেবামূলক কর্মসূচিতে উৎসাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সবুজায়নের নতুন উদ্যোগে শামিল হল বিদ্যালয়, সমাজসেবী সংস্থা ও এলাকার বিশিষ্টজনেরা।শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার বুদ্ধভারতী হাই স্কুলের খেলার মাঠকে পরিবেশবান্ধব উদ্যান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শুরু হল প্রস্তুতি।বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন ঘিরে উৎসবের আবহ তৈরি হয় এলাকায়।

শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ায় অবস্থিত বুদ্ধভারতী হাই স্কুলের খেলার মাঠকে একটি মনোরম উদ্যানে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি তরাইয়ের সহযোগিতায় মঙ্গলবার বিদ্যালয় সংলগ্ন ওই মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রকল্পের সূচনা করা হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিন্দ্য মিশ্র জানান, রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ কলকাতায় বাজেট অধিবেশনের কাজে ব্যস্ত থাকায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে তিনি শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়ে এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করেছেন। একইভাবে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ও কার্শিয়াংয়ে মুখ্যমন্ত্রীর একটি সরকারি অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকায় উপস্থিত হতে না পারলেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি তরাইয়ের সদস্য ও অতিথিদের পাশাপাশি এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এই বিশেষ আয়োজনকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরেরও ব্যবস্থা করা হয়, যা স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

এদিনের অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভক্তিনগর থানার আইসি মহেশ্বর মাঝি, লায়ন কৌশিক চক্রবর্তী, হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ঘোষ ওরফে বাপি -সহ আরও অনেকে। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি তরাইয়ের তরফে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের খেলার জন্য দশ হাজার টাকার খেলার সামগ্রী দান করা হয়।

সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছেন আয়োজকরা।

# রথযাত্রার অপেক্ষায় শিলিগুড়ি, প্রস্তুতি শুরু ইসকনে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আগামী ১৬ জুলাই মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হবে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা।শিলিগুড়ি ইসকনে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রথযাত্রার প্রস্তুতি।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে পর্যটন মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়ককে।ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ ক্রমশ বাড়ছে, জোরকদমে চলছে আয়োজন। হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান উৎসব রথযাত্রাকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে শিলিগুড়ি ইসকনে। আগামী ১৬ জুলাই জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার মহারথযাত্রা উপলক্ষে ভক্তদের মধ্যে ইতিমধ্যেই উৎসাহের আবহ তৈরি হয়েছে।

শিলিগুড়ি ইসকনের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস খবরের ঘন্টাকে জানান, রথযাত্রা কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি ভক্ত ও ভগবানের মিলনের এক মহামুহূর্ত। তিনি বলেন, রথযাত্রার মাধ্যমে ভগবান জগন্নাথ সকলের কাছে পৌঁছে যান এবং সমাজে ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও মানবতার বার্তা ছড়িয়ে দেন। তিনি জানান, আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের বিশেষ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে। রথ মানবদেহের প্রতীক এবং ভগবান আত্মার পথপ্রদর্শক;এই ভাবনাই রথযাত্রার মূল দর্শন। ভক্তিভরে রথের দড়ি টানাকে অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলেও মনে করা হয়। ইসকনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবারের রথযাত্রার শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে পর্যটন মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। তাঁদের উপস্থিতিতে উৎসবের সূচনা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে আশা করছেন আয়োজকরা। স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস বলেন, বর্তমান সময়ে রথযাত্রা মানুষের মধ্যে ঐক্য, শান্তি ও সৌহার্দ্যের বার্তা বহন করে। তাই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এই উৎসব সামাজিক সম্প্রীতিরও এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রথযাত্রাকে ঘিরে শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসকনের পক্ষ থেকে সুষ্ঠুভাবে উৎসব আয়োজনের জন্য বিভিন্ন প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী ), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ ( সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

# সম্পাদকীয়

## চাপ নয়, আনন্দময় শিক্ষা

বর্তমান সময়ে শিক্ষার সঙ্গে প্রতিযোগিতা যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে। ভালো নম্বর, ভালো স্কুল-কলেজ, ভালো চাকরি; এই অবিরাম দৌড়ে শৈশব ও কৈশোরের স্বাভাবিক আনন্দ অনেক ক্ষেত্রেই হারিয়ে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ, নতুন প্রজন্মের এক বড় অংশ অল্প বয়সেই স্ট্রেস, উদ্বেগ, হতাশা এবং মানসিক অস্থিরতার শিকার হচ্ছে।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের মেধা, মনন, মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো। কিন্তু যখন শিক্ষা শুধুমাত্র পরীক্ষার নম্বর বা সাফল্যের মাপকাঠিতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, তখন তা শিশু-কিশোরদের কাছে আনন্দের পরিবর্তে চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আজ বহু ছাত্রছাত্রী স্কুল, টিউশন, কোচিং এবং সামাজিক প্রত্যাশার চাপে নিজেদের হারিয়ে ফেলছে।

স্ট্রেসমুক্ত শিক্ষার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষাকে আনন্দমুখী করে তোলা। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি খেলাধুলা, গান, নাটক, চিত্রাঙ্কন, সাহিত্যচর্চা এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের সুযোগ বাড়াতে হবে। প্রতিটি শিশুর নিজস্ব প্রতিভা ও আগ্রহকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। সবাই প্রথম হবে না, সবাই ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারও হবে না। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যেই কোনো না কোনো বিশেষ গুণ রয়েছে, সেটি খুঁজে বের করে বিকশিত করাই শিক্ষার অন্যতম দায়িত্ব।

অভিভাবকদের ভূমিকাও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানকে অন্য কারও সঙ্গে তুলনা না করে তার সামর্থ্য ও মানসিক অবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সন্তানের সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা বলা, তার সমস্যা শোনা এবং প্রয়োজন হলে মানসিক সহায়তা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। শুধু ফলাফলের ভিত্তিতে সন্তানের মূল্যায়ন করলে তার আত্মবিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

একইভাবে শিক্ষকদেরও পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। একটি সহানুভূতিশীল ও ইতিবাচক শিক্ষার পরিবেশ শিশুদের আত্মবিশ্বাসী ও মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

আজকের প্রযুক্তিনির্ভর যুগে মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ভার্চুয়াল জীবনের প্রভাবও নতুন প্রজন্মের ওপর গভীরভাবে পড়ছে। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা, যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং পরিবার-বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। এগুলি শুধু শরীর নয়, মনকেও সুস্থ রাখে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা মানুষকে মুক্ত করে। সেই মুক্তি কেবল অক্ষরজ্ঞান নয়, মানসিক সুস্থতা, মানবিকতা এবং জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও নিহিত। তাই আগামী দিনের সুস্থ, সৃজনশীল ও আত্মবিশ্বাসী প্রজন্ম গড়ে তুলতে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত স্ট্রেসমুক্ত, আনন্দময় ও মানবিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

নতুন প্রজন্মকে শুধু সফল নয়, সুখী মানুষ হিসেবেও গড়ে তুলতে হবে। কারণ ভালো মানুষ তৈরি হলে, ভালো সমাজ এবং ভালো ভবিষ্যৎও তৈরি হবে।

# আদর্শের লড়াইয়ে আজও অবিচল গীতা দেবী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে; এই স্বপ্ন নিয়েই দীর্ঘ কয়েক দশক রাজনৈতিক পথচলা।

অপমান, বাধা, এমনকি চিকিৎসা পেশায়ও মূল্য দিতে হয়েছে দলীয় আদর্শে অটল থাকার জন্য।

আজ বয়সের ভারে সক্রিয়তা কমলেও রাজনীতির প্রতি নিষ্ঠা ও সমাজ নিয়ে ভাবনা একটুও কমেনি শিলিগুড়ির প্রবীণ বিজেপি নেত্রী ডাঃ গীতা চ্যাটার্জীর।

শিলিগুড়ির রাজনৈতিক পরিসরে পরিচিত মুখ ডাঃ গীতা চ্যাটার্জী। দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির আদর্শ ও নীতি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে চলেছেন তিনি। এমন এক সময়ে বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে পথে নেমেছিলেন, যখন বাংলায় দলটির সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল অত্যন্ত সীমিত। সেই সময় নানা প্রতিকূলতা, সামাজিক অপমান এবং ব্যক্তিগত ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। এমনকি রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে চিকিৎসা পেশা থেকেও সরে আসতে হয়েছে বলে জানান তিনি।

দলীয় কাজের সূত্রে একসময় বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবানি, ডঃ মুরলী মনোহর যোশী, সুষমা স্বরাজ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিঙ্ঘলের মতো ব্যক্তিত্বদের সঙ্গেও তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি ১৯৯০ ও ২০১৬ সালে শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এছাড়াও নব্বইয়ের দশকে একবার দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র থেকেও দলের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশ নেন। যদিও কোনও নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি, তবে তাঁর কথায়, ক্ষুজয়-পরাজয় কখনও লক্ষ্য ছিল না। মানুষের মধ্যে আদর্শের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।ক্ষু

বর্তমানে তিনি শিলিগুড়ি বিজেপির সাংগঠনিক জেলা কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে যুক্ত রয়েছেন। বয়সজনিত কারণে সব কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকতে না পারলেও দলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিয়মিত খবর রাখেন এবং কর্মীদের উৎসাহ জোগান।

'খবরের ঘন্টা'-র সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় ডাঃ চ্যাটার্জী বলেন, ক্ষুআমি রাজনীতি করেছি আদর্শ ও নীতির জন্য, ব্যক্তিগত সুবিধা বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়।

আসন্ন চিকিৎসক দিবস প্রসঙ্গে তিনি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, চিকিৎসা পরিষেবার জন্য যুক্তিসঙ্গত বিল নেওয়া স্বাভাবিক হলেও অতিরিক্ত খ রচের বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে বহন করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প নিয়েও নিজের মতামত তুলে ধরেন তিনি। মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি বাস পরিষেবা এবং বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকৃত উপভোক্তাদের চিহ্নিত করে সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য, যাঁদের প্রকৃত প্রয়োজন রয়েছে, তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হলে সরকারি প্রকল্পগুলি আরও কার্যকর হতে পারে।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা, আদর্শের প্রতি অটল বিশ্বাস এবং সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্পষ্ট মতামতের মাধ্যমে আজও শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে প্রাসঙ্গিক ডাঃ গীতা চ্যাটার্জী।

# গণিতচর্চায় অনন্য অবদান, সংবর্ধিত শিক্ষক বুবুন দে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণিতভীতি দূর করে বিষয়টির প্রতি আগ্রহ গড়ে তুলতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন তিনি।

তাঁর সেই নিরলস প্রয়াসকে সম্মান জানাতে এগিয়ে এল নর্থ বেঙ্গল এডুকেশনাল ট্রাস্ট।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষকতার আদর্শ ও গণিত শিক্ষার গুরুত্ব উঠে আসে বক্তাদের বক্তব্যে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণিত শিক্ষাকে আরও সহজ, আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ পি. কে. রায় সাহুডাঙিহাট হাই স্কুলের বিশিষ্ট গণিত শিক্ষক বুবুন দে-কে সংবর্ধনা জানাল নর্থ বেঙ্গল এডুকেশনাল ট্রাস্ট। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষারত্ন প্রধান শিক্ষক প্রদীপ চৌধুরী, নর্থ বেঙ্গল এডুকেশনাল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আশিষ পাল এবং সম্পাদক স্বপনেন্দু নন্দীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রধান শিক্ষক প্রদীপ চৌধুরী ট্রাস্টের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে বলেন, উত্তরবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্থার অবদান সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি ট্রাস্টের সদস্যদের কাছে আবেদন জানান, যাতে ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত গণিত কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তাঁর মতে, হাতে-কলমে গণিত চর্চার সুযোগ পেলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়টির প্রতি আগ্রহ ও দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

ট্রাস্টের সম্পাদক স্বপনেন্দু নন্দী তাঁর বক্তব্যে বুবুন দে-র শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মনিবেদিত কাজের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে নীরবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পদ্ধতিতে গণিত শেখানোর মাধ্যমে তাঁদের শিক্ষাগত মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন এই শিক্ষক।

অন্যদিকে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আশিষ পাল জানান, নর্থ বেঙ্গল এডুকেশনাল ট্রাস্ট আয়োজিত বার্ষিক গণিত মূল্যায়ন পরীক্ষা আগামী ১১ অক্টোবর ২০২৬ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। অভিভাবকদের ব্যাপক আগ্রহের কথা বিবেচনা করে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ জুন থেকে বাড়িয়ে আগামী ১৫ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকার মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

অনুষ্ঠানের শেষে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও গণিত শিক্ষার প্রসারে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

# পাহাড়ের জন্য একাধিক ঘোষণা, কার্শিয়াং সভা থেকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ১ জুলাই থেকেই পাহাড়ে শুরু হবে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প।কালিম্পংয়ে মেডিক্যাল কলেজ, বিদ্যুতে ভর্তুকি ও নতুন নিয়োগের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি ঘিরে কার্শিয়াংয়ের সভায় উঠে এল একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা।

উত্তরবঙ্গ সফরে মঙ্গলবার কার্শিয়াংয়ের জনসভা থেকে পাহাড়বাসীর জন্য একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও সুবিধার ঘোষণা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, আগামী ১ জুলাই থেকে পাহাড় অঞ্চলে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করা হবে, যার ফলে বহু মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন।

সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিটিএ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতীতে নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল, তবে বর্তমান সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রশাসন পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। শিক্ষক ও পুলিশ নিয়োগে দুর্নীতির কোনও স্থান থাকবে না বলেও তিনি আশ্বাস দেন। পাশাপাশি আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পুলিশে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানান।

পাহাড়ের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে কালিম্পংয়ে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। এছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভা থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবায় ভর্তুকি, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় রেশন সুবিধায় বিশেষ সহায়তা, ৩০ শতাংশ সংরক্ষণের সুবিধা এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের আওতায় পাহাড়বাসীদের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও জানান তিনি। এছাড়া 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়ে স্টেডিয়াম নির্মাণ এবং চা শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিও দেন।

বিগত সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, পূর্ববর্তী প্রশাসনের আমলে পাহাড়ের উন্নয়নের বদলে দুর্নীতি, তোলাবাজি ও কাটমানির সংস্কৃতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি দাবি করেন, বর্তমান সরকার উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং পাহাড়বাসীর দীর্ঘদিনের দাবি-দাওয়া পূরণে উদ্যোগী হয়েছে।

এদিকে উত্তরবঙ্গ সফরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছালে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রাজু বিস্তা এবং বিজেপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই সফরকে ঘিরে পাহাড়ের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায়।

# বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে নিড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির রক্তদান শিবির, স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ এক ব্যাগ রক্তই বাঁচাতে পারে একাধিক মানুষের জীবন। সেই মানবিক বার্তাকে সামনে রেখেই বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে এগিয়ে এল শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের নিড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। স্বেচ্ছায় রক্তদান করে মানবসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বহু রক্তদাতা।

বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে রবিবার শিলিগুড়ির শিবমন্দির এলাকার সামাজিক সংগঠন নিড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এই শিবিরে বহু স্বেচ্ছাসেবী রক্তদাতা অংশগ্রহণ করেন এবং মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদানের এই মহৎ উদ্যোগে অংশ নেওয়া প্রত্যেক রক্তদাতাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি পিন্টু ভৌমিক, সম্পাদক বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, আকাশ পাল, কিশোর মোহন্ত, নিবেদিতা করসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। তাঁরাও রক্তদাতাদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি মানবসেবামূলক এই কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রক্তদান একটি মহৎ সামাজিক দায়িত্ব। ভবিষ্যতেও মানুষের প্রয়োজনে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। বিশ্ব রক্তদাতা দিবসের এই উদ্যোগকে ঘিরে রক্তদাতা ও উপস্থিতদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

# বিনামূল্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কোচিং, উত্তরবঙ্গের যুবসমাজের জন্য নতুন দিগন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ স্বপ্ন আছে, কিন্তু কোচিংয়ের খরচ বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে?সরকারি চাকরির প্রস্তুতিতে আর্থিক অসুবিধা কি পিছিয়ে দিচ্ছে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের?উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর জন্য এবার এলো এক বড় সুযোগ।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরু হল নতুন উদ্যোগ 'ডিডব্লিউএস উৎকর্ষ'।

উত্তরবঙ্গের মেধাবী ও কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য মানসম্মত প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিতে 'দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' ( এবং শিক্ষা প্রযুক্তি সংস্থা ফিজিক্সওয়ালার যৌথ উদ্যোগে চালু হল 'ডিডব্লিউএস উৎকর্ষ' কর্মসূচি। সোমবার এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকদের বক্তব্য, উত্তরবঙ্গের আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সহায়তা করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

এই প্রকল্পের আওতায় দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলার ১০ হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থীকে মোট ১৬ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং দেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে ডব্লুবিসিএস , পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, এসএসসি, ইউপিএসসি, এনডিএ,সিডিএস, অ্যাফক্যাট,সিএপিএফ -সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

আয়োজকদের মতে, সাধারণত এই ধরনের কোচিংয়ের জন্য কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়। সেই আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফিজিক্সওয়ালার প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ শিক্ষামাধ্যমের সাহায্যে নির্বাচিত প্রার্থীরা উন্নতমানের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

ভর্তি হবে 'আগে এলে আগে সুযোগ' ভিত্তিতে। প্রত্যেক আবেদনকারী একটি করে কোর্স বেছে নিতে পারবেন। অনলাইন নিবন্ধন ও যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর নির্বাচিতদের কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিনিধিরা জানান, যুবসমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার মাধ্যমে তাঁদের সরকারি ও পাবলিক সেক্টরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল করে তোলাই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। অন্যদিকে ফিজিক্সওয়ালার পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, ভৌগোলিক অবস্থান বা আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতা যেন শিক্ষার পথে বাধা না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই সহযোগিতা।

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরে ডিডব্লুএস বিভিন্ন বিনামূল্যের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতাতেই 'ডিডব্লিউএস উৎকর্ষ' উত্তরবঙ্গের চাকরিপ্রত্যাশী তরুণ-তরুণীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

# ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখ ছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

---

# আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,

তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

# মানসিক স্বাস্থ্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেতনতার বার্তা নকশালবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সুস্থ সমাজ গঠনের অন্যতম ভিত্তি মানসিক সুস্থতা। সেই লক্ষ্যেই নকশালবাড়ির সাতভাইয়া ডিভিশনে আয়োজিত হলো এক বিশেষ ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি। বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে কর্মসূচি হয়ে ওঠে তাৎপর্যপূর্ণ।

মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৩ জুন নকশালবাড়ির সাতভাইয়া ডিভিশনের বেললাইন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে একটি একদিনের সাধারণ ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে পঞ্চায়েত সদস্য, আইসিডিএস কর্মী, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এলাকার সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা সভায় মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা, পারিবারিক ও সামাজিক স্তরে মানসিক চাপ মোকাবিলার উপায় এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে প্রত্যেকের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমান সময়ে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলাই মূল উদ্দেশ্য।

অংশগ্রহণকারীরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 10 Issue 12

**PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)**